মিডিয়া ব্রিফিং

১৯ শে অক্টোবর-২৪

ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আটাবের মিডিয়া ব্রিফিং -এ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আটাব সরকার নিবন্ধিত প্রায় ৪০০০ ট্রাভেল এজেন্সির একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সংগঠন। আটাব ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সদস্যদের কল্যাণের পাশাপাশি বাংলাদেশের এভিয়েশন ও পর্যটন খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ নিরলস ভাবে কাজ করছে আটাব, গণতান্ত্রিকভাবে প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ই মার্চ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনটি প্যানেলের মধ্যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে আটাবের বর্তমান কমিটি জয়লাভ করে আটাব কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে। সময়ের সাথে সাথে ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসার কাঠামো ও পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে ফলে ব্যবসা পরিচালনায়, সুযোগের পাশাপাশি বিভিন সমস্যা ও প্রতিকূলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায়ীদের মাঝে বৈষম্য ও নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসাটি দেশি বিদেশি এয়ারলাইন্স, এনডিসি, জিডিএস, আইয়াটা/বিএসপি, ব্যাংকিং চ্যানেল, পেমেন্ট ও লেনদেন মেথডসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এই ট্রেডের ব্যবসা সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। ব্যবসায়িক মনোপলির কারণে প্রায় অধিকাংশ শেয়ার একচেটিয়া মুষ্টিমেয় কিছু ট্রাভেল এজেন্সির অধিনে চলে যাচ্ছে ফলে অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্টাফদের কর্মচ্যুত করে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে; এর ফলে এই সেক্টরে কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দিচ্ছে ও নতুন নতুন উদ্যোক্তাগের সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। এই সেক্টরে বিদেশি ট্রাভেল এজেন্সি / বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের কোন সুযোগ নেই। কারণ দেশের জনগণের অর্থায়নেই এয়ারলাইন্সের টিকেট ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। এখানে বিদেশি বিনিয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভিন্নরুপ হতে পারে। টিকেট মার্কেটে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা নিরসনকল্পে ও ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায়ীদের মাঝে সাম্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কতিপয় গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

- আটাব গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল এজেন্সির ব্যবসা করার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে চায়।
- আটাব এই সেক্টরের দূর্নীতি বন্ধ চায়।
- এই ব্যবসাকে ব্যবহার করে যেন কেউ মানিলন্ডারিং করতে না পারে তার জন্য যথাযথ নীতিমালা, নির্দেশনা, মনিটরিং ও আইনের প্রয়োগ চায় ।
- লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক বৈধ ব্যবসায়ীদের আটাব স্বাগত জানায়।
- এয়ারলাইন্সগুলোর ভাড়া নির্ধারণ, বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিসহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ, দূর্নীতিহীনভাবে পরিচালিত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানায়।

বর্তমানে বাংলাদেশের ট্রাভেল এজেন্সি ও Aviation Sector-এ বিদ্যমান সমস্যাগুলি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরে আপনাদের মাধ্যমে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, Civil Aviation Authority (CAAB), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট Airlines সমূহকে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করছি।

এয়ার টিকেট মার্কেটে অস্থিরতা ও এয়ার টিকেটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির অনেকগুলো কারনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্রুপ বুকিং করা। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রুটের সিট যাত্রীর নাম ও পাসপোর্ট নম্বর ছাড়া পিএনআর তৈরির মাধ্যমে ফ্লাইটের দুই/তিন মাস পূর্বে ব্লক করে টিকেট মজুতদারী করা হয়। ব্লক সিটগুলো এয়ারলাইন্স তাদের নির্ধারিত নির্দিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সিদেরকে সরবরাহ করে থাকে। বিশেষ করে কম মূল্যের সিটগুলি গ্রুপ বুকিং করে ব্লক করার ফলে অন্যান্য ট্রাভেল এজেন্ট বা যাত্রীগণ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে কম মূল্যের টিকেট পায় না। ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই সিটের সংকট তৈরি হয় ও উচ্চমূল্যে টিকেট বিক্রয় করা হয়। গ্রুপ টিকেটিং এর মাধ্যমে টাকা বিনিয়োগ করে টিকেটের মূল্য বৃধি করে অনৈতিকভাবে সিন্ডিকেট সৃষ্টি করে লাভবান হওয়া যায়।

ট্রাভেল এজেন্সিরা এয়ারলাইন্স হতে টিকেট বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৭% কমিশন প্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে ট্রাভেল এজেন্সিরা তাদের প্রাপ্ত কমিশনের উপর নিজস্ব মুনাফা রেখে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন শতাংশ হারে ছাড় দিয়ে থাকে। এই হিসেবে ট্রাভেল এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত ছাড় কোন ভাবেই ৭% এর উপরে হতে পারেনা। অথচ কোন কোন অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি প্রিডেটরি প্রাইসিং এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে তাদের পোর্টালে গ্রাহকদেরকে ১৪ - ২০% এর উপর ছাড় দিচ্ছে। এভাবে কিছু কিছু অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি গ্রাহকদের আর্কষন করার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতামুলক ছাড় দিয়ে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করছে। কম মূল্যের টিকেট অফারে কোন কোন সময় রি-ইস্যু, রিফান্ড এর সুযোগ থাকে না। ফলে যাত্রী অনেক ক্ষেত্রে এসকল টিকেট ক্রয় করে নানা বিরম্বনার সম্মুখীন হন।

অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে সরকার কর্তৃক নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে ওটিএ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নীতিমালা না থাকায় টিকেট মার্কেটে অনিয়ম, বৈষম্য ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিদেশি এপিআই ও বিদেশি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টিকেট বিক্রয় করার কারণে মার্কেটে টিকেটের মূল্যে তারতম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় টিকেট ক্রয়/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈধ চ্যানেলে পেমেন্ট বা টিকেটের বিক্রিত অর্থ লেনদেনের সুযোগ থাকে না। এতে বাংলাদেশ সরকার বিক্রিত টিকেটের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অবৈধভাবে পাচার হয়ে যায়। দেশীয় বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালের সাথে বিদেশী এজেন্সির এপিআই সংযুক্ত আছে মর্মে জানা যায়।

ট্রাভেল এজেন্সি রেজিস্ট্রেশন এন্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট ২০২১ অনুযায়ী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন ছাড়া ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা পরিচালনা করা অবৈধ, অথচ বর্তমানে ব্যক্তি পর্যায়ে, কম্পিউটার কম্পোজের দোকান, বিকাশের দোকান, আসবাবপত্রের দোকান, অনুবাদ সেন্টারসহ বিভিন্ন পর্যায়ে হাজার হাজার ভূয়া ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর আইডি ব্যবহার করে তারা অবৈধ ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা পরিচালনা করছে। ওটিএগুলি তাদের লগিন আইডি অবৈধ ট্রাভেল এজেন্সিদের দেয়ার পাশাপাশি বৈধ ট্রাভেল এজেন্সির স্টাফদের নীতিহীনভাবে গোপনে যোগান দিচ্ছে ফলে ঐ স্টাফরা যে এজেন্সিতে কর্মরত রয়েছে সেই এজেন্সির টিকেট বিক্রয় না করে ওটিএদের টিকেট বিক্রয় করে সেই এজেন্সিদের ব্যবসার ক্ষতি করছে।

উল্লেখ্য যে, অস্ত্র, ঔষধ, প্রসাধনী ইত্যাদি পণ্যের মতই এয়ারটিকেটও ক্রয়-বিক্রয় ও বাজারজাত করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইন, নীতিমালা অনুসরণ করে লাইসেন্স গ্রহণের আইন রয়েছে। ভুয়া অবৈধ এসকল দোকানে ব্যবসা করার যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করছে কয়েকটি ওটিএ যা বন্ধ করা একান্ত কাম্য ও আইনসিদ্ধ। অবৈধ ব্যবসায়ীদের বন্ধ না করলে লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীরাও এক পর্যায়ে লাইসেন্সবিহীন হয়ে ব্যবসা পরিচালিত করতে অনুপ্রানিত হবে।

টিকেট মার্কেট সিন্ডিকেট ও ব্যবসায় অবৈধ, অসম, অসুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির অরেকটি কৌশল হলো অগ্রিম টাকা ডিপোজিট অথবা অগ্রিম পেমেন্টের বিপরীতে ৫% - ৬% ইনসেনটিভ প্রদান। অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিগুলি মার্কেট একচেটিয়া দখলে নেয়ার লক্ষ্যে মূল্যছাড় ও ক্যাশব্যাকের চটকদার প্রলোভন দেখিয়ে যাত্রী ও ছোট ছোট এজেন্সিদের থেকে অগ্রিম অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে ফলে স্বাভাবিকভাবেই মার্কেটে একটি অসামঞ্জস্যতা তৈরি হচ্ছে, অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) -দের এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত মূল্যের চেয়েও কম মূল্য, আকর্ষণীয় অফার ও ছাড়ের ফাঁদে পরে এয়ার টিকেট ক্রয় করে প্রতারিত ও হয়রানির শিকার হচ্ছে যাত্রী সাধারন। এভাবে অগ্রিম অর্থ আদায় করে হালট্রিপ, টিকেট২৪.কম, লেটস ফ্লাইসহ অনেক এজেন্সি লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

আমরা মনে করি, ট্রাভেল এজেন্সি ট্রেডে শৃঙ্খলা, সমতা ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণীত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা জরুরী-

- অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) ব্যবসা পরিচালনার যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরী।
- এয়ার টিকেটের মজুতদারী ও সিন্ডিকেট বন্ধ করে গ্রুপ টিকেটিং এর নীতিমালা / নির্দেশনা প্রদান করা।
- টিকেটের গায়ে এজেন্সির নাম, যোগাযোগের ফোন নম্বর, টিকেটের মূল্য উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা।
- বিদেশী ওয়েবসাইট/এপিআইগুলো যাতে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে না পারে সেজন্য বিদেশী Website/API ব্লক করা ও অর্থ পাচার বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী।
- তৃতীয় দেশ (যাত্রা ও গন্তব্যের দেশ ব্যতিত অন্য কেন দেশ। যেমনঃ- ভারত, দুবাই, সিঙ্গাপুর) থেকে বিক্রয়কৃত টিকেটের যাত্রী বাংলাদেশ বিমান বন্দরে অনবোর্ড বন্ধ করলে তৃতীয় দেশ হতে টিকেট বিক্রয় ও অর্থ পাচার বন্ধ হবে।
- এয়ার টিকেট বিক্রয়ের নামে শত শত কোটি টাকা অগ্রিম অর্থ সংগ্রহের বিপরীতে ইনসেনটিভ প্রদান বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া।
- এই সেক্টরে অরাজকতা ও জনস্বার্থহানি প্রতিরোধ করতে ও ট্রেডে বৈষম্য রুখতে ট্রাভেল এজেন্সি এয়ারলাইন্সের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে টিকেটের ভাড়া প্রদর্শন, বিজ্ঞাপন, বিক্রয় ও বিপণন করতে না পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান।
- নিবন্ধনবিহীন ভূয়া এজেন্সিদের অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা, এয়ার টিকেট ও ভ্রমণ সংক্রান্ত সেবা বিক্রয় বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- লাইসেন্সবিহীন কোন ভূয়া এজেন্ট প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা করার জন্য অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) যাতে লগইন আইডি প্রদান না করে সেমর্মে নির্দেশনা প্রদান।

উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা আলোচনা করেছি এবং পরামর্শ প্রদান করেছি। আমাদের বক্তব্য মন্ত্রণালয় আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের ধারনা।

চিহ্নিত সমস্যাবলীর দ্রুত সমাধান করলে ট্রাভেল এজেন্সিদের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে এবং বাংলাদেশের Aviation Sector-এর উন্নয়নের পথ সুগম হবে, অন্যথায় ট্রাভেল এজেন্সিগুলো ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোন আপনাদের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এই সকল সমস্যাবলি সমাধান করতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এ সংক্রান্ত গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে আটাব সর্বদা সরকারকে সহায়তা প্রদান করবে।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা পরিশেষে আটাবের আজকের মিডিয়া ব্রিফিংএ উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,
আবদুস সালাম আরেফ
সভাপতি, আটাব